"মিষ্টি বাচ্চারা - সর্বদা মনে রাখো যে, আমাদের পিতা, টিচার এবং সদগুরু - তিনজনেই কম্বাইন্ড হয়ে রয়েছে, তবেই খুশির পারদ ঊর্ধ্বমুখী হবে। তাঁর নির্দেশিত শ্রীমতে চলতে থাকবে"

*প্রশ্নঃ - ব্রাহ্মণদের প্রথম লক্ষণ কি? ব্রাহ্মণদেরকে কোন বিষয়ে এক্সপার্ট হয়ে উঠতে হবে?

*উত্তরঃ - ব্রাহ্মণদের প্রথম লক্ষণ হল নিজে পড়া এবং অন্যকে পড়ানো। যে কারোর ওপরে জ্ঞানের রং লাগিয়ে দেওয়ার জন্য অত্যন্ত এক্সপার্ট হয়ে ওঠো। যদি কেউ ইনসাল্ট (অপমান) করে, গালি দেয় - তবুও চেষ্টা করে যাও, তাহলে দেখবে তার ওপর প্রভাব অবশ্যই পড়বে। পাত্র দেখে দান করতে হবে। অবিনাশী এই ধনও যেন ব্যর্থ না চলে যায়, সেই জন্য অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করো। টাকা পয়সাও যখন কাউকে দেবে, সাবধানতা অবলম্বন করে দেবে।

*গীতঃ- যে পিয়ার সাথে আছে, তার জন্যই বরিষণ আছে....

ওম্ শান্তি । গডলি স্টুডেন্ট (ঈশ্বরীয় বিদ্যার্থীরা) এই গান শুনলো। বাচ্চারা, তোমরাই তো গডলি স্টুডেন্ট। এমনটা কখনোই নয় যে, সমস্ত স্কুলেই গডলি স্টুডেন্টরা থাকে। না লৌকিক বিদ্যালয়ে তো মানুষ পড়ায়। সন্ন্যাসীরাও শাস্ত্র ইত্যাদি সকলকে শোনান। বাস্তবে জ্ঞানকে বর্ষা বলা হয় না। বৃষ্টি তো জলের ফোঁটার হয়। যেহেতু পরমপিতা পরমাত্মাকে জ্ঞানের সাগর বলা হয়, তাই তাঁর উদ্দেশ্যে এই মহিমা কীর্তন করা হয়। বাবা বলেন যে - আমাকে জ্ঞানের সাগর, নলেজফুলও বলা হয়ে থাকে। নলেজকে বৃষ্টি, জল অথবা অমৃত বলা যায় না। যেমন মান সরোবর হলো জলের একটি সরোবর । অমৃতসরেও একটি সরোবর রয়েছে, ওখানকার লোকেরা তা অমৃততুল্য মনে করে। বাবা, এই সব কিছু বুঝিয়ে দেন। পড়াশোনাকে অমৃত অথবা বৃষ্টি বলা যায় না। ওরা ভাবে যে - এ হল অমৃত, এর সাহায্যে দুঃখ দূর হয়ে যাবে। বাস্তবে এই নলেজের মাধ্যমে ২১ জন্মের জন্য, তোমাদের সকল দুঃখ দূর হয়ে যায়। যারা পিয়ার সাথে রয়েছে, তাদের জন্য এ হলো জ্ঞান বর্ষা। এখানে বাবা টিচার এবং সদ্গুরু, তিনজনেই কম্বাইন্ড হয়ে রয়েছেন। শুধুমাত্র এই একটি কথাই যদি বাচ্চারা মনে রাখে, তবে তাদের খুশির সীমা থাকবে না। কিন্তু মায়া এসে মুহুর্মুহু সব ভুলিয়ে দেয়। বাচ্চারা, এখানে তোমরা শ্রীমৎ অনুসরণ করে চলতে থাকো। শ্রীমতের দ্বারা তোমরা শ্রেষ্ঠ হয়ে ওঠো। সর্বোপরি সেই বাবাই হলেন ভগবান। সবার ঊর্ধ্বে যাঁর স্থান, সেই বাবার শেখানো পড়াশোনার মাধ্যমেই, সকলের ঊর্ধ্বে নিজের স্থান করে নিতে পারো। পিয়ার সামনে যারাই বসে রয়েছে তারা সবাই স্টুডেন্ট। এখানে বসে পড়াশোনা করবে, তারপর নিজের ঘরে ফিরে যাবে। দিন দিন স্টুডেন্টের সংখ্যা অনেক বাড়বে। সকলকেই যদি একসাথে বসাতে হয়, তাহলে কত বড় বাড়ির প্রয়োজন! সমগ্র আবু পাহাড়কেও যদি এক বিশাল বাড়ি বানিয়ে দেওয়া হয়, তবুও জায়গা কম পড়বে। কতো সেন্টার রয়েছে! এখনো তো কম সংখ্যক রয়েছে, এর থেকেও হাজার গুণ সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে। ১ হাজার, ২ হাজার, ৫-৭ হাজারও সেন্টারের সংখ্যা হতে পারে। তখন প্রতিটি ঘরে ঘরে এ সকল জ্ঞান গঙ্গারা জ্ঞান বর্ষা করবে। এত অসংখ্য সন্তান হবে যে, যেখানে সেখানে সেন্টার তৈরি হবে। কেউ নাম দেয় গীতা পাঠশালা, আবার কেউ নাম দেয় ব্রহ্মাকুমারী ঈশ্বরীয় বিশ্ববিদ্যালয়। বাস্তবে 'ব্রহ্মাকুমারী' এই নাম রাখতে ভয় পাওয়া উচিত নয়। অনেক বাচ্চারা ভয় পায় যে - বি. কে. - এই নাম রাখলে ঝামেলা না সৃষ্টি হয়, সেজন্য তারা নাম রাখে গীতা পাঠশালা। গীতা পাঠশালা - এই শব্দটি অত্যন্ত কমন (পরিচিত) । বাচ্চারা ভাবে যাতে কোনো বিঘ্ন সৃষ্টি না হয়, তাই বি. কে. নাম পরিবর্তন করে অন্যরূপ দিয়ে দেয়। বাস্তবে ব্যাপারটা একই। ভেতরে প্রবেশ করলেই চিত্র ইত্যাদি দেখে, যে কেউ চট করে বুঝে যাবে যে, এ তো সেই বি. কে., তাই নাম পরিবর্তন করার এইরকম প্রয়োজনীয়তা নেই। ব্রহ্মাকুমারী নাম রাখলে এর থেকে ভালোভাবেই প্রমাণিত হয় যে - প্রকৃতপক্ষে এরা সকলে ব্রহ্মার সন্তান ব্রহ্মাকুমার এবং ব্রহ্মাকুমারী । সে তো ভালো কথা তাই না । তোমরা সকলকে বলতে পারো যে, তোমরাও হলে ব্রহ্মাকুমার ব্রহ্মাকুমারী । প্রজাপিতা ব্রহ্মাকে তো সবাই জানে । তিনি এই মনুষ্য সৃষ্টির রচয়িতা । নিরাকার পরমপিতা পরমাত্মা, আত্মাদের রচয়িতা নন, তিনি তো আত্মাদের অনাদি পিতা । প্রজাপিতা ব্রহ্মা ও তো অনাদি । আত্মাদের পিতা শিববাবা, এঁরই মধ্যে প্রবেশ করেন । তিনি এসে ব্রহ্মাকে অ্যাডপ্ট করেন - প্রজাদেরকে রচনা করার জন্য । ব্রহ্মার মাধ্যমেই ব্রাহ্মণ কুলের রচনা হয় । এইভাবে বোঝালে আরো সহজ ভাবে বোঝানো যায়। কিন্তু লোকেরা ভয় পায় । ওরা বলে বি. কে. দের কাছে যেও না । গীতা পাঠশালাতে যেতে তাদের মানা নেই । ঘরে ঘরে জ্ঞান গঙ্গা - এ কথার অর্থ মানুষ বোঝে না ।

ভক্তি মার্গে নারদকে এক মুখ্য ভক্ত বলে মানা হয় । নারদ করতাল বাজানো ভক্ত ছিল। প্রকৃতপক্ষে চিত্রে যেরকম দেখানো হয়, সেইরকম দেখতে নারদ বলে কেউই নেই। বাস্তবে তোমরা সকলেই বানরের স্বভাব বিশিষ্ট ছিলে। চেহারা ছিল মানুষের, কিন্তু স্বভাব সংস্কার ছিল বানরের। সে দিক থেকে দেখতে গেলে সকলেই নারদ, কারণ সকলেই ভক্ত ছিল। এখন তোমরা বোঝো যে - যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা দৈবীগুণ যুক্ত মানুষ না হয়ে উঠতে পারছি, ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা শ্রী লক্ষ্মীকে বরণ করতে পারব না। মেল (পুরুষ) অথবা ফিমেল (স্ত্রী) ভক্তরা সকলেই নারদ। বলা হয়ে থাকে - আগে নিজেকে তো দেখো, তোমরা তো বানর কারণ, তোমাদের মধ্যে ৫ বিকার রয়েছে - সেইজন্য তোমরা লক্ষ্মীকে বরণ করতে পারবে না। এইসবই এখনকার কথা। বাবা বুঝিয়েছেন যে সকলেই দুঃশাসন কিংবা দুর্যোধন। দ্রৌপদীদের বস্ত্রহরণ করে, তাই মাতাগণ করুন আর্তনাদ করে বলে - আমাদেরকে বস্ত্রহীন হওয়া থেকে রক্ষা করো, কন্যারা বলে - গিরিধারী লাজ রাখো। তাঁর অনেক নাম রাখা হয়েছে। মানুষের বুদ্ধি যোগ ধাবিত হয় শ্রীকৃষ্ণের দিকে। কিন্তু কোনো দেহধারীকে স্মরণ করলে, কখনো বিকর্ম বিনাশ হতে পারে না। ভক্তরা শুধু চায় তাঁর সাক্ষাৎকার। আচ্ছা, দর্শনলাভের পরেও তো, মানুষ থেকে দেবতা হয়ে ওঠার নলেজ প্রাপ্ত হয় না। যখন ব্রাহ্মণ হবে এবং এই জ্ঞানকে বুঝতে পারবে তবেই তো দেবতা হতে পারবে। ব্রাহ্মণ হলে ভক্তির পর্ব সমাপ্ত হয়। প্রথম এক সপ্তাহ এই জ্ঞান অর্জনে ব্যয় করলে, তোমরা মানুষকে মন্দিরে পূজার যোগ্য করে তুলতে পারবে। কিন্তু এতে সময় লাগে। অবশ্যই তোমরা বাবার সাথেই ছিলে। বাবার কাছে তোমরা আসো আবার তাঁর কাছ থেকে যখন চলে যাও, তখন হৃদয়ে কত দুঃখের অনুভব হয়! কিন্তু সকলে তো একসাথে থাকতে পারবেনা, সেটা সম্ভবই নয়। বাবার কাছে আসার জন্য বাচ্চারা কত দূর থেকে ছুটে ছুটে আসে । এই রীতিও এখানেই রয়েছে। সাধুসন্তদের কাছে গিয়ে অনেকেই ভীড় করে। কেউই তাতে বাধা দেয় না। এখানে পবিত্র হওয়ার বিষয় রয়েছে সেই কারণেই তাতে লোকে বাধা দেয়। সন্ন্যাসীদের মধ্যে শুধুমাত্র পুরুষেরাই ঘর সংসার ত্যাগ করে চলে যায় । এখানে তো কুমারীরা, মাতারা সকলেই রয়েছে। কন্যাদেরকে মাতা পিতা, ডাক্তার ইত্যাদিরা বলে যে - বিবাহ না করলে অসুস্থ হয়ে পড়বে। তাদেরকে বোঝাতে হবে যে - কত লোকেই তো সন্ন্যাসী হয়। অনেক কম বয়সেই অনেক ছোট ছোট ব্রহ্মচারীরা সেখানে থাকে, সে সকল ব্রহ্মচারীরা তো কখনো অসুস্থ হয়ে পড়ে না, তাহলে এখানে কেন অসুস্থ হবে? বিবাহ না করেও তো অনেকেই জীবন কাটিয়ে দেন। সন্ন্যাসীদের উপরে কেউ মামলা দায়ের করতে পারে না। কখনো তাদের স্ত্রী তাদের কাছ থেকে ঘর সংসারের খরচ চায়না। সেই সকল সন্ন্যাসীরা তো ঘর থেকে পালিয়ে চলে যায়। তখন তার স্ত্রী কোথা থেকে ঘর সংসারের জন্য খরচ জোগাড় করবে, অতঃপর আশেপাশের লোকেরা তাদেরকে সামলে নেয়। গরিবেরা বেশিরভাগ এইভাবে পালিয়ে যায়। সংসারে দুঃখ পেলে তখন তাদের মনে বৈরাগ্য জাগে। তোমরাও দুখী ছিলে কিন্তু ওইরকম বৈরাগ্যের কোনো কথা এখানে নেই। তোমাদেরকে তো প্রথমে হাতের উপরে স্বর্গ দেখানো হয়। পবিত্র না হলে বৈকুন্ঠে যাবে কিভাবে? বাহাদুর হয়ে উঠতে হবে, সেই জন্যই শিবশক্তি সেনার নাম রয়েছে এখানে। শিব বাবার সাথে যোগযুক্ত হলে শক্তি প্রাপ্ত হয়। জ্ঞানের ধারণা হওয়ার পর সমর্পণ হয়। যদি জ্ঞানের ধারণা না হয়, নষ্টমোহ না হতে পারো - তাহলে মায়া এসে তুলে আছাড় দেবে। বিবাহ করার ইচ্ছে মনে জাগলে, তখন সমগ্র ব্রহ্মাকুমারীরদের নাম বদনাম হয়ে যায়। প্রথমে নষ্টমোহ হতে হবে। তোমরা এতক্ষণ যোগ ভাট্টিতে ছিলে তবুও পুরোপুরি নষ্টমোহ হতে পারেনি অনেকেই, সে সবকিছু স্মরণ আসতে থাকে। এখান থেকে ফিরে গিয়ে যেই আত্মীয় পরিজনদের মুখ দেখলে আর সাথে সাথে লাট্টু হয়ে তাদের কাছে বসে গেলে। মোহ এসে তোমাদের মনকে ঘিরে ধরলো। এও ড্রামার পূর্ব নির্ধারিত অবশ্যম্ভাবী। এখনো বাবা বলেন - সবার প্রথমে নষ্টমোহ হও। একমাত্র মোস্ট বিলাভেড বাবার হয়ে যাও। প্রতিজ্ঞা করো - যাই ঘটে যাক না কেন, আমরা তো বাবার সার্ভিসেই থাকবো। কথায় বলে - চড়লে তবেই বৈকুন্ঠ রস চাখতে পাবে, পড়ে গেলে ভেঙে চুরমার হয়ে যাবে। এমনটা হওয়া উচিত নয় যে সবকিছু ছেড়ে বাবার কাছে এলে আর তারপর তাদের মোহ তোমাদের মনকে উত্যক্ত করে। এইভাবে বহু সন্ন্যাসীরাই ঘর ছেড়ে চলে যাওয়ার পর আবার পুনরায় ফিরে আসে। সন্ন্যাসী যখন ঘরে পুনরায় ফিরে আসে তখন আশেপাশের লোকেরা তার অনাদর করে। তারা মনে করে যে - কাজ করতে হবে বলে পালিয়ে গিয়েছিল। আর এটাও ভাবা হয় যে - নিশ্চয়ই এই ব্যক্তি পুরোপুরি নষ্টমোহ হতে পারেনি, বিকার এসে আষ্টেপৃষ্ঠে ঘিরে ধরেছিল। বাবার কাছে খাওয়া দাওয়ার কোন অসুবিধা নেই। এই যজ্ঞের আদিকাল থেকে কতজনের দায়িত্ব সামলানো হয়েছে। এখানে গরিব ধনী ব্যক্তি সবাই এক সমান। মাম্মা-বাবাও সকলকে শেখানোর জন্য, নিজেরা বাসন মাজতেন, ঝাঁট দিতেন। এইসবই দেহ অভিমান থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য করা হয়। সন্ন্যাসীরাও এরকম ভাবে করান। কোন বড় মাপের মানুষ এলে তাদেরকে দিয়ে কাঠ কাটা ইত্যাদি কর্ম করান, দেহ অভিমান থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য। এখানে তো অত্যন্ত বড় মাপের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়! এক সেকেন্ডে ২১ জন্মের বাদশাহী ! সন্ন্যাসীদের কাছে কোনো কিছুই প্রাপ্ত হয় না। যেহেতু তাঁরা পবিত্র জীবন যাপন করেন, তাই অপবিত্র ব্যক্তিরা তাদের সামনে মাথা নত করে। এ হলো রাজযোগ, যার দ্বারা বিশ্বের মালিক হয় ।

বিকারে যেও না। মীরাবাঈও তো পবিত্র জীবন যাপন করতে চেয়েছিলেন, তাই না! তিনি তো ছিলেন ভক্তিমার্গে। তিনি

শ্রীকৃষ্ণের দর্শনলাভ করতেন। তিনি তাঁর হৃদয় সমর্পণ করেছিলেন শ্রীকৃষ্ণকে, তাহলে তিনি কিভাবে বিকারগ্রস্ত হবেন! সেও তো শুধু এক জন্মের কথা। এরপর মীরা তার পরবর্তী জন্মেও ভক্তি মার্গেই গিয়েছিলেন। এমনটাও বলা যেতে পারে যে তিনি ভক্তি মার্গে গিয়েছিলেন কারণ অন্তিম কালে যেমন মতি ছিল, সেই অনুযায়ী গতি প্রাপ্ত হয়। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তার হৃদয়ে ভালবাসা ছিল তাই তিনি ভক্তই হবেন। কিন্তু ভক্তি মার্গে তো কিছুই প্রাপ্ত হয় না। জ্ঞানমার্গে ২১ জন্মের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়। মানুষ প্রথমে শিবের ভক্তি করে, তারপরে করে দেবতাদের প্রতি ভক্তি। এখন দেখো ইঁদুর বিড়াল ইত্যাদি সকলেরই ভক্তি করতে মানুষ উঠে পড়ে লেগেছে। শ্রীকৃষ্ণকে ছেড়ে হনুমান গণেশ ইত্যাদির ভক্তি করতে লেগেছে। সত্যযুগ ত্রেতাতে কলা কম হতে থাকে,ষ আর ভক্তিতে আরো কলা কমতে থাকে। এখন আর কোনো কিছুরই যোগ্য নেই। যখন এইরকম অবস্থা হয় তখন বাবা এসে বোঝাতে থাকেন। অর্ধেক কল্প উঁচুতে চড়তে থাকে, তারপর অর্ধেক কল্পের পর নিচে নামা শুরু হয়। মানুষ ভাবে - যদি নামতেই হবে, তাহলে জ্ঞান গ্রহণ করে কি লাভ? কিন্তু তারা জানে না যে, ঈশ্বরীয় জ্ঞান ব্যতীত মানুষ কোনো কিছুর যোগ্য হয়ে উঠতে পারে না। তুমি-আমি কি ছিলাম, কিছুই তো নয়। জ্ঞান অবশ্যই প্রয়োজন। শরীর নির্বাহ করার জন্য লোকে পড়াশোনা করে। জীবনযাপন করার জন্য মেয়েদেরকেও আজকাল পড়াশোনা করানো হয়। পূর্বে এরকম প্রথা ছিল না। কন্যারা ঘর সংসার সামলাতো আর বাচ্চারা (পুত্র সন্তান) চাকরি-বাকরি করার জন্য পড়াশোনা করতো। বাচ্চারা, অসীম জগতের পিতা এখন তোমাদেরকে পড়াচ্ছেন। যদি এখানেই বসে যাও, তাহলে আত্মীয় পরিজনকে এই জ্ঞান প্রদান করবে কিভাবে? সেজন্যই যেতে হবে। এই জ্ঞানের অর্থই হলো নিজে পড়া এবং অন্যকে পড়ানো। কেউ কেউ তো একেবারেই পড়াশোনা করে না। সুতরাং বুঝতে হবে যে - সে এই ব্রাহ্মণ কুলের নয়। তথাপি সকলকে এই জ্ঞানের রং লাগিয়ে দেওয়ার চেষ্টা অবশ্যই করতে হবে। এতে ভয় পাওয়ার কোনো ব্যাপার নেই। চেষ্টা করলে কাউকে না কাউকে রং লাগাতে পারবে। যদি কেউ ইনসাল্ট করে, গালি দেয় তবুও তোমরা পুরুষার্থ করে দেখো, কারোর না কারোর ওপরে প্রভাব অবশ্যই পড়বে। বিছে যখন কোনো নরম বস্তু দেখে তখন সেখানে কামড়ে দেয়, পরীক্ষা করে। এখানেও বাচ্চাদেরকে খুব এক্সপার্ট হয়ে উঠতে হবে। এই অবিনাশী ধন কখনো ব্যর্থ হওয়ার মতো কাউকে দিও না। পাত্র দেখে দান করো। যদি কাউকে দান দিলে আর সে কোনো বিকর্ম করলো, তাহলে তার পাপ যে দান করেছে তার উপরে বর্তাবে। এখানে অত্যন্ত সতর্কতার প্রয়োজন। কাউকে যখন টাকা পয়সা দেবে, অত্যন্ত সাবধানতা অবলম্বন করে জিজ্ঞাসা করে দেবে। এখানে যা কিছু তৈরি করা হচ্ছে, অতি শীঘ্রই সেই সমস্ত ভেঙেচুরে শেষ হয়ে যাবে। এই বাড়িটাও বাচ্চাদের থাকার জন্যই বানানো হয়েছে। এই কথা তো সকলেই জানে যে, সবই ভেঙে মাটিতে মিশে যাবে। ভূমিকম্প হলে মন্দির ইত্যাদি সব ভেঙে যাবে। আমাদের রাজধানীতে এসব কিছু থাকবে না। তখন না থাকবে আমেরিকা, না থাকবে রাশিয়া। শুধুমাত্র ভারত ভূখণ্ডটাই থাকবে - এ কথা তোমরা জানো। বাকি দুনিয়াটা তো ঘোর অন্ধকারে ডুবে রয়েছে। বাবার এ কত বড় স্কুল! এই স্কুলে ক্রম অনুযায়ী টিচার রয়েছে। সকলেই এক সমান হয় না। এরমধ্যে তোমরা দেখতে পাবে যে সব থেকে বড় টিচার হলেন শিব বাবা। তার পরেই রয়েছে এই ব্রহ্মপুত্র নদী। বলা হয়ে থাকে - ত্বমেব মাতাশ্চ, পিতা ত্বমেব.... সুতরাং ইনি তো মাতা। তারপর সরস্বতীরও নাম রয়েছে। ব্রহ্মার রাশিতে ব্রহ্মপুত্র নাম সঠিক রাখা হয়েছে। দেখানো হয় যে সাগর এবং ব্রহ্মপুত্র নদীর মিলন হয়। এখানে আত্মা এবং পরমাত্মার এই মিলন মেলা - এরই স্মরণে ভক্তি মার্গে গায়েন রয়েছে। আচ্ছা!

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-

১) মোস্ট বিলাভেড বাবার হয়ে ওঠার পূর্বে সম্পূর্ণ নষ্টমোহ হতে হবে। যখন এতে একেবারে পাক্কা হয়ে যাবে তবেই সেবাতে যুক্ত হতে হবে।

২) এই দুনিয়ার প্রতি হৃদয়ের বৈরাগ্য রেখে পবিত্র হয়ে ওঠার জন্য বাহাদুর হতে হবে। পাত্র দেখে তবে অত্যন্ত সাবধানতা অবলম্বন করে দান করতে হবে।

বরদানঃ- পরিস্থিতিকে সাইড সীন বুঝে নিয়ে পার করে আগে এগিয়ে গিয়ে মাস্টার সর্বশক্তিমান ভব

সর্বদা নিজের মাস্টার সর্বশক্তিমান স্বরূপের স্মৃতিতে থাকো তাহলে প্রত্যেক পরিস্থিতি এমনভাবে অনুভব হবে যেন একটা সাইড সীন (পথের দু ধারের দৃশ্য)। পরিস্থিতি মনে করলে ঘাবড়ে যাবে কিন্তু সাইট সীন অর্থাৎ রাস্তার দু'পাশের দৃশ্য বলে ভাবলে তা সহজে পার করে নিতে পারবে, কারণ দৃশ্য দেখে আনন্দ হয়,

ঘাবড়ে যায় না - বিঘ্ন আসলে বিঘ্ন নয়, বরং তা সামনে অগ্রসর হওয়ার সাধন। পরীক্ষা দিলে তবেই তো নতুন ক্লাসে উত্তীর্ণ হতে পারবে, সেই জন্য কখনো কোনো বিষয়ে থমকে যেও না, সর্বদা মাস্টার সর্বশক্তিমান - এই স্মৃতির দ্বারা উড়তি কলার অনুভব করতে থাকো।

স্লোগানঃ- এমন সহজযোগী হয়ে ওঠো যাতে তোমাদেরকে দেখেই অন্যেরা যোগযুক্ত হয়ে যায়।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;